

জালিয়াতি করে পরীক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তিন কর্মকর্তাকে অব্যাহতি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

জালিয়াতি করে রেজিস্ট্রেশন দেখিয়ে ২৫ জন শিক্ষার্থীকে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় সুযোগ করে দেওয়াসহ কয়েক ধরনের অনিয়মের দায়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তিন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিভাগীয় মামলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ ছাড়া ওই সব পরীক্ষার্থীর সনদ বাতিল করে ফৌজদারি মামলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আর বোর্ডের চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কয়েকজন কর্মকর্তাকে দায়িত্বে অবহেলার জন্য সতর্ক করা হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগ তদন্তের ভিত্তিতে গতকাল মঙ্গলবার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন। জানতে চাইলে ওই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর প্রথম আলোকে বলেন, এ বিষয়ে কিছু প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের সূত্র জানায়, যে তিন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন বোর্ডের সিস্টেম অ্যানালিস্ট এ কে এম শামসুজ্জামান, সহকারী প্রোগ্রামার মুহাম্মদ হাসান ইমাম ও ওরাকল স্পেশালিস্ট ওমর ফারুক।

সতর্ক করা কর্মকর্তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান ছাড়াও রয়েছেন বোর্ডের সচিব মো. নায়েব আলী মণ্ডল, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সুশীল কুমার পাল, পরিচালক (শিক্ষাক্রম) মো. আখতারুজ্জামান, উপরেজিস্ট্রার মোরশেদ আলম, উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নূর-ই-ইলাহী।

মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের একজন কর্মকর্তা প্রথম আলোকে বলেন, সম্প্রতি এক তদন্তে তাঁরা জানতে পারেন, পাবনার বেড়ার একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দুই বছর আগে ১২৩ জন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অভিযুক্ত কর্মকর্তারা টিকার বিনিময়ে জালিয়াতি করে ওই প্রতিষ্ঠানের নামে ১৪১ জন শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন দেখান। এর মধ্যে ওই ১২৩ জনের মধ্যে সাতজনকে বাদ দেওয়া হয়। অর্থাৎ জালিয়াতি করে ২৫ জনকে অতিরিক্ত রেজিস্ট্রেশন দেখানো হয়, যাদের অধিকাংশের বাড়ি পার্শ্ববর্তী সিরাজগঞ্জে। এদের অধিকাংশই আবার নবম থেকে দশম শ্রেণিতে ওঠার জন্য পরীক্ষাই দেয়নি। এরপরও ওই সব পরীক্ষার্থীকে চলতি বছরের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষার সুযোগ করে দেওয়া হয়। যাদের অনেকে পাসও করেছে। বিষয়টি জানাজানির পর তদন্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।